নাজিমউদ্দিন মোস্তান ● ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

ব্যর্থতা বা বর্ধিত ট্যাক্স নয় জনগণের হাতে কমপিউটার চাই

কমপিউটার জগৎ দেশের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার প্রথম সংখ্যার মাধ্যমে। এদেশের জনগণ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি বা হাইটেকের ব্যাপারে কী নিদারুণ আগ্রহ পোষণ করে, তা লক্ষ্য করে আমরাও বিস্মিত। কিন্তু এ বিপুল আগ্রহবোধ ও চাহিদাকে কার্যকরভাবে সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেকার সরকার ও সে সময়কার সরকারের হাতে গড়া সরকারী প্রতিষ্ঠান কমপিউটার কাউন্সিলের শোচনীয় ব্যর্থতার কথা শতমুখে উচ্চকিত হয়েছে আমাদের কাছে প্রেরিত শত শত কমপিউটারপ্রেমি মানুষের চিঠিপত্রে, এদের অনেকেই দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ। তাঁরা বলেছেন, ব্যর্থতা বা বর্ধিত ট্যাক্স নয়, জনগণ চায় কমপিউটার।

কমপিউটার জগৎ-এর আহবান ছিল, জনগণের হাতে কমপিউটার চাই। এতে সাড়া দিয়েছেন সবাই। একমাত্র প্রতিবাদ পাঠিয়েছে কমপিউটার কাউন্সিল। তাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, দেশে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ না থাকায় তাঁরা প্রশিক্ষণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজন বিতর্কিত কনসালটান্টের সহযোগিতা নিয়ে তাকে মধ্যসত্বভোগের সুযোগ দিয়েছে। কাউন্সিল পথ প্রদর্শকের বদলে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন কমপিউটার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এ অভিযোগ যখন এবার আরও উচ্চকিত হয়েছে, তখন কাউন্সিল বলছে, তাঁরা নিয়ন্ত্রণ নয়, standardization করছেন। এর জবাবে খোলা বাজার নীতি চেয়েছেন বেক্সিমকোর মত কমপিউটার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থ থেকে মুক্ত নিঃস্বার্থ কমপিউটারপ্রেমি মানুষ বলেছেন, 'আসলে দরকার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার পরিচালক মন্ডলী ও নীতি নির্ধারক কমিটিতে যোগ্য কমপিউটার জ্ঞানসম্পন্ন নিবেদিত দেশপ্রেমিক মানুষ'। আসলে আত্মপ্রেমি, আত্মকেন্দ্রিক কিছু লোক ও পদপদবীর আমলাতান্ত্রিকতা এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এদেশে কমপিউটার প্রসারের সরকারী কাঠামোকে নিষ্ক্রীয় ও প্রতিবন্ধী করে তুলেছে। স্বৈরাচারী সরকারের আমলে শিল্প ও প্রযুক্তি রাজ্যে প্রধান শাসকের খাস লোকদের বসানো, অপেক্ষাকৃত অযোগ্য ও তোষামোদে লোকদের পদোন্নতি দিয়ে দক্ষ লোকদের দূরে হটানোর অভিশপ্ত পদ্ধতি চলে। তার প্রকোপ কমপিউটার রাজ্যে সবচাইতে বেশী সংকট সৃষ্টি করেছে। জনগণের হাতে কমপিউটার পৌছানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের আমলাতন্ত্রই প্রধান অন্তরায় বলে ধীরে ধীরে সবাই সনাক্ত করতে শুরু করেছেন। সরকারের পর সরকার যাচ্ছে কিন্তু কোন সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কমপিউটার শিক্ষা এবং জনগণের হাতে কমপিউটার পৌছানোর ক্ষেত্রে আসলে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আজিজুর রহমান কমপিউটার জগতের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর কাউন্সিল এখনও প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়ায় আছে। কমপিউটার শিল্পের জন্য তাঁর মতে দরকার, স্থিতিশীল রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশ। কারণ, সামাজিক অস্থিরতায় বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হন না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক বলেছেন, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার সিলেবাস করে দিতে চায়, কিন্তু তাঁদের সিলেবাস কোন ভার্সিটি মেনে নিতে নারাজ। তারা নিজেরা নিজেদের সিলেবাস তৈরীতে আগ্রহী। এ সংঘাতে দুই বছর যাবৎ সিলেবাস তৈরী হচ্ছে না।

কমপিউটার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে বেক্সিমকোর শাহদুল হক বলেছেন, কমপিউটার শিক্ষায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও পাঠ্যসূচী তৈরীটা জরুরী। কাউন্সিল ও সরকার ঘোষণা দিয়ে খালাস। শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরী না করে কমপিউটারায়ন সম্ভব নয় — এখানেই বেসরকারীখাত ভূমিকা পালন করতে পারে। কমপিউটার সেন্টার বলেছে, কমপিউটার সাক্ষরতার জন্য জনমত তৈরী করতেও কমপিউটার কাউন্সিল সফল হয়নি। কমপিউটারল্যাণ্ড বলেছে, কমপিউটার সম্পর্কে কেবল ধারণা প্রদান নয়, এর সুফল-কুফল ব্যাপকতা সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগে ব্যাপক প্রচার মানুষের মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্ম দিতে পারে। এখন কমপিউটার শিক্ষার প্রসারতা দিন দিন বাড়বে বলে তাঁদের ধারণা। কারণ, মানুষ এখন সহজে এবং দ্রুত নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে চায়।

জনমত গঠন, কমপিউটার সাক্ষরতা সৃষ্টি, প্রায়োগিক ব্যবহার, আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাজার সৃষ্টির মূল কাজ যখন অসম্পূর্ণ তখন অনেকে রবোটিক্সের কল্পকথা প্রচার করছেন। নিজের করণীয় অসম্পূর্ণ রেখে কমপিউটার কাউন্সিল ''ঐক্যমতের ভিত্তিতে'' সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণে ''রাজী হওয়ার'' নীতিদর্শন প্রচার করছে। আর সরকার জড়িয়ে আছে ডামাডোলে। সভ্যতা প্রসার ও বিকাশের কার্যক্রমের দিকে সংস্থা ও সরকার দুইই অমনোযোগী।

তবু সাধারণ মানুষ আমাদের জীবন ও জগৎ বদলানোর জন্য কমপিউটার চায়। অজস্র চিঠিতে তাঁরা বলছেন, কমপিউটার প্রসারকে ''সরকারী পর্যায়ে রুদ্ধ করে রাখা এক রহস্যজনক ব্যাপার''। এবং ''আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কমপিউটারায়ন ব্যাহত হচ্ছে, গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের কাছে আমরা সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা চাই''। এক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব যাদের, তাদের ব্যর্থতার কারণ জনগণকে জানাতে বলেছেন কমপিউটারপ্রেমিরা।

আসলে, কমপিউটার ও জীবন বিকাশের অনুরূপ প্রযুক্তিগুলোর জন্য জনগণ যখন আন্দোলনমুখর তখন সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠান সে জাগরণের সাথে শরীক হচ্ছে না। একটি প্রযুক্তি আহরণ, তা প্রবর্তন, চর্চা, আয়ত্তকরা ও বিকাশ করার জন্য যে সব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পদক্ষেপ দরকার, সে ব্যাপারে সরকার উদাসীন।

শোনা যাচ্ছে, এবারের বাজেটে কমপিউটারের উপর কর বাড়াবে বর্তমান সরকার। বাজেট আসছে ১২ই জুন। ৯২০০কোটি টাকার রাজস্ব বাজেটের সবটাই প্রায় অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ে যাবে। এ অর্থ যোগানো হবে কর ও বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে। এবার নূতন রীতির ভ্যালু এডেড ট্যাক্স পদ্ধতির কারণে সরকারের বর্ধিত রাজস্ব আয় হবার কথা ২৫০ কোটি টাকা। নূতন বাজেটে বর্ধিত কর দাঁড়াবে ৭০০ কোটি টাকা। সরকার এবার রাজস্বমনস্ক হয়েছে 'অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্য' কমানোর লক্ষ্যে। এবার কমপিউটার, বিশেষ করে এর সংযোজন শিল্পের উপর কর হার বর্ধিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এতদিন কমপিউটারের উপর কর ছিল কম। গত বৎসর এর উপর কর বাড়ানোর পর আবার দাবীর মুখে কমাতে হয়েছিল। ভারতের পশ্চিমবাংলায় কমপিউটার কিনলে আয়কর অব্যাহতি পাওয়া যায়। তদুপরি প্রতি বৎসর মূল্যের ৩৩ শতাংশ অবচয় দেওয়া হয়। এতে সেখানে গত বৎসর ৭০০০ কমপিউটার বিক্রয় হয়েছিল। বাংলাদেশে কমপিউটার প্রসারের জন্য এমন পদক্ষেপ যখন দরকার, তখন কর বৃদ্ধির সংবাদে কমপিউটার জগৎ উৎকণ্ঠিত। এমনিতে দেশের অর্থনৈতিক রাজ্যে চলছে দুর্দৈব। শিল্প ও প্রতিষ্ঠানমালা ঋণ-দেনা-অব্যবস্থায় ম্রিয়মান। এর মধ্যে কমপিউটার যথার্থ হলে কমপিউটারের

স্বাভাবিক প্রসারও থেমে যাবে। আধুনিক ও অনাগত ভবিষ্যত নবীন প্রজন্মের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

আসলে প্রযুক্তিনীতির সাথে জাতীয় কমপিউটারনীতি নূতনভাবে সরকারী পর্যায়ে পর্যালোচনা করে জনগণের আকাঙ্খা পূরনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা জরুরী। সরকারী-বেসরকারী কার্যক্রমে কমপিউটারের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে। এবার চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকে এলাকা ওয়ারী ত্রাণ প্রেরণে সমন্বয় রক্ষার জন্য কমপিউটার ব্যবহার করতে হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে কমপিউটার কাজ করছে। এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও কমপিউটার আসছে, বড় বড় দলের কার্যালয়ে।

কমপিউটার প্রমোদ বা বিলাস সামগ্রী নয় — এটা শিক্ষার প্রসার, ব্যবস্থাপনা, তথ্যধারণ ও গবেষণার বাহন।

কমপিউটার প্রসারের এই স্বাভাবিক ধারাটিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা সরকারের জন্য জরুরী ছিল। বিভিন্ন দেশে উৎসাহ প্রদানের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে সরকার নূতন প্রযুক্তিকে জনজীবনে প্রোথিত করে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রযুক্তিনীতি এবং তার অনুকূল করনীতি সাব্যস্ত না হওয়ায় জনজীবনের আগ্রহ সরকারের নীতিনির্ধারণের অনিশ্চয়তার চড়াই উৎড়াই-এর মধ্যে পড়ে। এরশাদ আমলেও কমপিউটারের কর অপেক্ষাকৃত কম থাকার পর নূতন সরকারের আমলে তা বৃদ্ধির আশংকাটা অনেককে উৎকণ্ঠিত করেছে। আশংকাটা আরও প্রকট হয়েছে একারণে যে, সরকার নাকি টেলিভিশন-ভিসিআরের ক্যাটাগরী বা পংক্তিভুক্ত করে কমপিউটারকে বর্ধিত করের আওতায় আনছেন। প্রমোদ ও বিলাস সামগ্রীর উপর করারোপ দরিদ্র দেশে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক। কিন্তু কমপিউটার প্রমোদ বা বিলাস সামগ্রী নয় — এটা শিক্ষার প্রসার, ব্যবস্থাপনা, তথ্যধারণ ও গবেষণার বাহন। এককথায়, কমপিউটার সভ্যতার বাহন, সবচাইতে নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি। বিশ্বসভ্যতা এ কমপিউটারকে যখন গবেষণা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নাগালে পৌছানোর জন্য সচেষ্ট, উন্নত কমপিউটারের দামও যখন নেমে আসছে মধ্যবিত্তের ক্রয় সীমার মধ্যে, তখন সরকার কর বৃদ্ধির মাধ্যমে এটাকে জনগণের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছেন। এটা জনগণ চায় না।

কমপিউটার প্রসারে সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা জনগণ চায় না। জনগণ চায় না, বর্ধিত ট্যাক্স কমপিউটারকে তার আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যাক। জনগণ চায় কমপিউটার। এদাবী পূরণে সরকার ও সংস্থা কী করছে তা জনগণ লক্ষ্য করবে।

কমপিউটার শিক্ষায় এবং কমপিউটার - তথা তথ্য প্রযুক্তিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা অনেক অনেক পিছিয়ে আছি। অন্যান্য দেশে -এমনকি অনুন্নত অনেক দেশেও - কমপিউটারের বিবিধ বিষয়ে প্রয়োগ (application) ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ঠ সুযোগ আছে বা সৃষ্টি করা হচ্ছে।বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এ ব্যাপারে অবহিত আছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক

চেয়ারম্যান
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

সীমিত সম্পদের মধ্যে কি করে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি বৃহদাকারের কমপিউটার রয়েছে। সেখানে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে একটি "কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি" নামে বিভাগ খোলা হয়েছে। সেখানে মাষ্টার ডিগ্রী পর্যন্ত পড়ান হয়। এছাড়া ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ ও ইলেক্ট্রনিকস বিভাগদ্বয়ের অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রীতে কমপিউটার বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা করান হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিদেশ হতে কমপিউটারে উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে দেশে এসে পড়ান ও গবেষণার কাজে ব্রত আছেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কমপিউটারের ব্যবহার পড়াশুনার ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন (আই-এস-আই) কমপিউটার হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়্যারের উপর বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত কোর্স দিচ্ছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ হলে কমপিউটারের উপর শিক্ষার সম্প্রসারণ হবে।

আই-এস-আই কলেজ শিক্ষকদের কমপিউটারের উপর পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ও বিভিন্ন এন-জি-ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এব্যাপারে বিশিষ্ট অবদান রাখতে পারে।

বিসিসি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি নীতি নির্ধারক সংস্থা। প্রধানত এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হল কমপিউটার সংক্রান্ত লেখাপড়াসহ অন্যান্য দিক দেখা আর মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব হল সমগ্র উচ্চ শিক্ষার উপর নজর রাখা। তবে এখানে পরোক্ষভাবে কমপিউটারের কথা এসে যায়। তাই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে এর বিস্তারে আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি। আর মঞ্জুরী কমিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আই-এস-আই যাতে এব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে তার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখি

নীতি নির্ধারনের বিসিসি'র ভূমিকা আরও সক্রিয় ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে বিসিসি ইউনিক্স, 'সি' ও ওরাকলের উপর কোর্স চালু করেছে। আরও ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে। বিসিসি ও মঞ্জুরী কমিশনের মধ্যে সরাসরি কোন যোগাযোগ বর্তমানে নেই, তবে যোগাযোগ থাকা বাঞ্চনীয় বলে মনে করি।

ঋণ সুবিধা সহ কমপিউটার দেবার ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়ার আগে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু করে দেখা যেতে পারে। কৃতকার্য হলে বড় আকারের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

দেশীয় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (AIC) "ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশনে" একটি মিনি কমপিউটার বিনামূল্যে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের অফার কার্যকরী হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকৃত হবে, ফলে দেশে কমপিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। তবে দেশকে যেন সম্পূর্ণভাবে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত না হয় সেজন্য কম্পোনেন্ট আমদানী করে দেশেই যাতে সংযোজন করা যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্য বিপ্লবে যোগ না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা অবশ্যই দায়ী থাকব। দেশের কমপিউটারায়নে আমি খুবই আশাবাদী।

কমপিউটারের প্রচলন স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এবং বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে কমপিউটারের ব্যবহার একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে এর সুফল পুরাপুরি পাওয়া যাবে না।

যেমন যেখানে মাইক্রোকম্পিউটার ক্রয় করা সম্ভব সেখানে মিনি কমপিউটার এবং কোথাও কোথাও মেইনফ্রেম কমপিউটার ক্রয় করা হয়েছে। যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই যেখানে যার প্রয়োজন সেখানে সেই মেশিন ক্রয় করা বাঞ্চনীয়। এতে দেশের অর্থের অপচয় অনেক কমে যাবে।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় এনসিআরকে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান হিসেবে লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এনসিআর হচ্ছে একটি বহুজাতিক আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ শাখা।

এনসিআর-এর কান্ট্রি ম্যানেজার (বাংলাদেশ) জনাব আফতাব উল ইসলাম জানিয়েছেন যে, তাঁর সাক্ষাৎকারে এপ্লাইড ফিজিক্স এর ডঃ আবদুর রশিদ সাহেবের নাম ভুলবশতঃ ডঃ হারুনুর রশিদ ছাপা হয়েছে।

শিক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য ভেণ্ডারগণ কর্তৃক হ্রাসকৃত মূল্যে কমপিউটার সরবরাহ ঃ

(ক) স্থানীয় ভেণ্ডারদের কমপিউটার ব্যবসা পরিধি ও আর্থিক অবস্থার মানদণ্ডে শিক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে কমপিউটার সরবরাহ করার সম্ভাব্যতা অতি ক্ষীণ।

(খ) বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাসমূহ যেমন, আইবিএম, এনসিআর, এ্যাপল ফিলিপস্ যাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল তারা এধরনের ডিসকাউন্ট প্রদান করতে পারে এবং তার বিনিময়ে অনুরূপ লাভজনক সুবিধাও পেতে আশা করে। এ সকল কার্যক্রমের দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই পরস্পারিক সুবিধা লাভ করতে পারে এবং ইনফরমেশন টেকনোলজী (আইটি) বা তথ্য প্রযুক্তির মত নুতন ধরণের প্রযুক্তি, যার প্রভাব সমাজে অত্যন্ত ব্যাপক, গ্রহণ ও প্রসারে সহায়তা করতে পারে।

মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
এম.বি.এ, বি.এস-সি ইঞ্জি, বি,এস-সি,
পি,এস,সি, এফ.আই.ই (বি),
এম.সি.এস (বি), এম,এ,এস,সি,ই

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল

(গ) এ ধরণের সুবিধা গ্রহণ করতে হলে আমাদেরকে এক বা দুই/তিন জন সরবরাহকারীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। আমাদের প্রচার মাধ্যম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এরূপ চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছাতে যথেষ্ট বেগ পেতে পারেন। প্রতিটি চুক্তিরই দুটি দিক আছে, একটি ব্যয় এবং অন্যটি চুক্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা। আমরা ব্যয়ের দিকটি গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত সমালোচনামুখর। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী দেশ হিসাবে আমরা শুধু সুবিধা গ্রহণে বেশী আগ্রহী। আমরা বিদেশী এবং বহুজাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি সন্দেহ পরায়ন এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমরা প্রায়ই অনুভব করি না যে, বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডার সকল উদ্যোগী দেশের জন্যই সমানভাবে খোলা। বিশ্ব বাজার থেকে আমরা যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারি, যদি আমরা তার জন্য মূল্য প্রদান করতে রাজী থাকি।

(ঘ) এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে অধিক ডিসকাউন্টে অধিক পরিমাণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী ক্রয় জড়িত থাকতে পারে। সরবরাহকারীদের নিকট থেকে ক্রয় করার ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

(ঙ) এ ক্ষেত্রে আরও একটি সম্ভাবনা বিদ্যমান। উন্নত দেশ সমূহে অধিকতর শক্তিশালী মডেলের কমপিউটার আগেকার ম্যাক প্লাস/পিসি এক্সটি সমূহের স্থান দখল করছে। পুরানো কাপড় এবং গাড়ীর মত সেগুলিকে পুনরায় বাজারজাত করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এগুলি ব্যবহার করতে পারে। কোন উদ্যোক্তা কি এ ব্যাপারে রাজী আছেন?

গ্রামীণ ব্যাকে ও বিকল্প প্রকল্পের উদাহরণঃ

(ক) বিকল্প একটি বিতর্কিত প্রকল্প। তবে কিছু সংশোধনীসহ দক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে আইটি ক্ষেত্রে এরূপ প্রকল্প পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(খ) অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পটি একটি সফল প্রকল্প যা মূলত এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের শৃংখলা এবং ত্যাগের কারনে সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক মূলত সাধারণ অল্প শিক্ষিত লোকদেরকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলেছেন কিন্তু কোন ব্যাংক যদি তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহয়তা করতে এগিয়ে আসে তা হলে তাদেরকে অধিক শিক্ষিত ও চতুর লোকদের সঙ্গে লেনদেন করতে হবে। এ বিষয়ে বিকল্পের মত অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের ব্যাংকের আছে।

(গ) দক্ষতা যাই হোকনা কেন, সরকার আমাদের অর্থনীতির নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে বিকাশের জন্য বিকেবি ও বিএসবির মত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করছেন। একই ভিত্তিতে দেশে তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের জন্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইটির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর কার্যাবলী ঃ

(ক) ১৯৯০ সনে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন বলে বিসিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠনটির স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো ব্যবস্থাপনা দক্ষতা/উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা লাভের জন্য তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত জনবল আইটি (কমপিউটার) সার্ভিসের ক্রমবর্ধমান বিশ্ব বাজারে রপ্তানীর মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখাও বিসিসি প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

(খ) সরকার যথাযথ ভাবেই বিসিসিকে আইটি ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিসিসি বিশ্বব্যাপী সংগঠিত তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফল বাংলাদেশে জনগণের নিকট পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে অনুঘটক, পথ প্রদর্শক এবং সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছে।

(গ) বিসিসি এখনও প্রাথমিক গঠন প্রক্রিয়ায় আছে। প্রতিষ্ঠানটি এখনও নিজস্ব একটি কার্যকরী অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী অর্থনৈতিক সংকেট কিছু পরিমানে হলেই দেশে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারকে ব্যাহত করেছে। বিসিসি এখন পর্যন্ত উৎসাহী জনগোষ্ঠীর আশা আকাংকা মিটাতে সক্ষম হয়নি। বৈদেশিক সহায়তায় কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে বিসিসির কার্যক্রম বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

(ঘ) বিসিসির যে সম্পদ আছে তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সর্বাধুনিক চতুর্থ প্রজন্মের টেকনোলজী প্রচলনের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ প্রজন্মের টেকনোলজী বলতে বুঝায় ভেণ্ডার নির্ভর নয় এমন অপারেটিং সিষ্টেম, চতুর্থ জেনারেশন ল্যাংগুয়েজ বা প্রাতিষ্ঠানিক ডাটাবেস এবং অফিস অটোমেশনের জন্য স্বল্প ব্যয়ে পিসি/ম্যাক মাল্টি ইউজার নেটওয়ার্ক। তবে বিসিসিকে তার কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট দৃঢ় এবং বিচক্ষণ হতে হচ্ছে। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে অনেক বিতর্কিত বিষয় এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়ায় লেনদেন করতে হয় এবং এ ধরনের উপাদান সমূহের মধ্যে ঐকমত্য স্থাপন করা খুবই দুরুহ।

বিক্রয়োত্তর সেবা, কম্পিউটার সংযোজন এবং উৎপাদন ঃ

(ক) ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য যে জিনিষ গুলির প্রয়োজন তা হলো বিশ্ব স্বীকৃত মান নিয়ন্ত্রণ, স্বল্প সময়ে উৎপাদন এবং সরবরাহ প্রদান। এই চাহিদাগুলি পূরণ করা আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর।

(খ) লাভজনক মূল্য সংযোজনের জন্য অধিকতর ব্যবস্থাপনা/ব্যবসা সংক্রান্ত জ্ঞান, অধিকতর দক্ষ/সুশৃংখল কর্মী বাহিনী এবং স্থিতিশীল সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রয়োজন।

(গ) জাপান, কোরিয়া, হংকং, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশের মুদ্রার তুলনায় ডলারের মূল্য হ্রাস এবং ঐ সকল দেশে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রান্সফরমার, রেজিষ্টর, পিসি বোর্ড প্রভৃতির মত অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রযুক্তির যন্ত্রাংশের উৎপাদন বাংলাদেশে করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যমান আছে, যথা –সামাজিক অস্থিরতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, অদক্ষ শ্রম শক্তি ইত্যাদি। ঐ সকল কারণেই বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হন না। সিকেডি অবস্থার যন্ত্রাংশ, যেমন হার্ড ডিস্ক, মাদার বোর্ড ইত্যাদি আমদানী করে সেইগুলিকে সংযোগন করে তাতে বিশেষ কোন মূল্য সংযোজন করা হয় না। কারণ সম্পূর্ণ সংযোজিত কমপিউটারেও এই অংশগুলি আলাদা ভাবে শিপিং করা হয়।

কম্পিউটারায়ন কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়ঃ

(ক) দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন করে চাকুরীর সংস্থানের চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও উর্দ্ধতন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের অনেকেই পূর্বের মিশ্র এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির ও ন্যায়ভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থার দর্শনকে এখনও অবলম্বন করে আছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বা সামাজিক উন্নতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন তা আমরা করতে পারছিনা। যার জন্য মুক্ত বাজার বা উন্নতির মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষা ও শিল্প ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারছি না। উর্দ্ধতন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অনেকেই এখনও মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, আইটি, মাইক্রো-বাইললোজী প্রভৃতির মত আসন্ন প্রযুক্তির ব্যাপারে অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। আমরা এখনও শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যকার শূন্যতা পূরণের ষাটের দশকে দর্শন নিয়ে ব্যস্ত আছি, কিন্তু ইতিমধ্যে আশির দশকের তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব আরোও শূন্যতা সৃষ্টি করছে যা আমাদের উপলব্ধি, অনুধাবন ও গ্রহণ করা উচিৎ।

(খ) আইটি গ্রহণ ও প্রয়োগের দিক থেকে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বাংলাদেশের স্থান ভুটান, মালদ্বীপ এবং বার্মার সঙ্গে একই পর্যায়কৃত। আমাদের অনেকেই মনে করেন যে আমরা উন্নয়ণশীল জাতি, কিন্তু দূর্যোগ এবং বৈদেশিক শোষণের ফলে আমরা উন্নতি করতে পারছিনা। কিন্তু এটাই পূর্ণ সত্য নয়। আমরা নতুন কিছু গ্রহণে অনাগ্রহী এবং সংরক্ষণশীল। আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। জাপানীরা ইংরেজদের স্যুটকে তাদের আনুষ্ঠানিক পোষাক হিসাবে গ্রহন করে আইন পাশ করেছিল। যেখানেই সম্ভব, তারা জ্ঞানের অনুসন্ধান করতো। শতাব্দী পার হয়ে গেছে জাপানীরা কি তাদের কৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে? বাংলাদেশ জনসংখ্যা বেশী, অন্যান্য দেশে প্রচুর সম্পদ, সৃষ্টিকর্তা নিরপেক্ষ, আমরা যদি চাই অন্যদের সাথে পৃথিবীর সম্পদের ভাগ নিতে পারি। কেউ তা বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমরা কি অন্যদের মত তা করতে রাজী আছি? ঘরমুখো ভোতা বাঙ্গালী হয়ে আর বেশী দিন চলবে না। আমাদের বহির্মুখী হতে হবে। বহির্মুখী হলে দ্রুত কম্পিউটারায়ন সম্ভব।

(গ) কমপিউটার আমাদের গতানুগতিক কাগজ-ভিত্তিক ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমে (ডিএসএস) গতি এবং নির্ভুলতা যোগ করতে পারে। কমপিউটার ভিত্তিক ডিএসএস খুব অল্প দিনের মধ্যে কাগজ-ভিত্তিক ডিএসএস-এর স্থান দখল করবে। প্রাথমিকভাবে বই পত্রের মত কমপিউটারকে শিক্ষার মাধ্যম বা সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করে শুল্ক মুক্ত করা প্রয়োজন।

(ঘ) প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ। সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ, হ্রাসকৃত শুল্ক ও কর নির্ধারণ প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যম দেশে অধিক সংখ্যক কমপিউটার এনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ব্যবসা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ঙ) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ কমপিউটার কেন্দ্র স্থাপন করা উচিৎ। এসকল কমপিউটার কেন্দ্রে প্রাথমিকভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠন করা যেতে পারে। তাছাড়া ছাত্র/শিক্ষকগণ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই সকল কমপিউটার ব্যবহার করতে পারেন। ক্রমানুয়ে এ সকল কেন্দ্র ব্যবহার করে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে। বিসিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করছে যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে কমপিউটার প্রচলন ত্বরান্বিত করা যায়। কমপিউটার সাইন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি-টেক অথবা বি.এস-সি ডিগ্রীর এর পরিবর্তে তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্য একটি বা দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং দুই-তিন বৎসরের মাষ্টারস ইন কমপিউটার এপ্লিকেশনস কোর্স চালু করা যেতে পারে। এসকল কোর্সে বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটদের পাশাপাশি কলা ও বাণিজ্য গ্রাজুয়েটরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন যাতে তারা ভবিষ্যতে সরকারী বা অন্য কোন সংস্থার ম্যানেজার/নির্বাহী হিসাবে নিয়োগ লাভ করলে দায়িত্ব পালনকালে কমপিউটার ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া তারা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ইনফরমেশন সিষ্টেম এনালিষ্ট, ডাটা বেস এডমিনিষ্ট্রেটর এবং সফটওয়্যার উন্নয়ণ কাজকেও পেশা হিসাবে বেছে নিতে পারেন। কম্পিউটার পেশাজীবিদের থেকে অনেকবেশী ব্যবহারকারী প্রয়োজন।

(চ) সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠন ছাড়াও বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহ আসন্ন মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কম্পিউটারায়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে উৎসাহিত করতে পারে।

(ছ) সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতেই এমন কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন যা বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদেরকে কমপিউটার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং কমপিউটার ব্যবহারকারী ও পেশাজীবদের চাহিদা পূরণ করবে।

(জ) সর্বোপরি তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এবংপ্রসার প্রক্রিয়া রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমর্থন করা প্রয়োজন এবং দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আইটিকে যথাযথ স্থান এবং ভূমিকা পালন করতে দেয়া প্রয়োজন। আগ্রহী জনগণের উচিৎ তাদের রাজনৈতিক পার্টির মেনিফেষ্টোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ স্থান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা।

কিভাবে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা যায় ঃ

(ক) এ কথা ঠিক যে শিল্প বিপ্লবে যোগদানের ব্যাপারে আমরা স্বাধীন ছিলাম না। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবে যোগদানের ব্যাপারে আমরা কিছুটা স্বাধীন। আমরা কি স্বাধীনতার সেই সুযোগ ব্যবহার করছি অন্য দেশের মত?

(খ) তথ্য প্রযুক্তির বিশ্ব বাজার অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির হার শিল্প বিপ্লবের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। গতি-ই তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের মূল মন্ত্র।

(গ) আমরা এখনো শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি আধুনিক বা উন্নত করার চেষ্টা করছি এবং সেই সাথে শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পুরণের চেষ্টা করছি। অন্যান্য জাতি ইতিমধ্যে Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), Computer Integrated Manufacturing (CIM) এবং Computer Integrated Business (CIB), রবোটিক্স-এর মত উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবেশ করছে। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে আমাদের সন্তানেরা চিরকালই ঐ সকল উন্নত জাতির পিছনে পড়ে থাকবে যদি না আমরা তাদের ভবিষ্যতে পথ দেখাতে পারি।

(ঘ) উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আইটির যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে এবং একে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে যথাযথ স্থান দিতে হবে। রাজনৈতিক পার্টির দর্শনের বা মেনিফেষ্টোর মধ্যেও যথাযথ স্থান দিতে হবে। রেলওয়ে/মোটরগাড়ী, বিদ্যুৎ এবং টেলিফোন আমাদের সমাজ কাঠামোতে যে পরিবর্তন এনেছে তথ্য প্রযুক্তি তার চেয়েও অনেক বেশী পরিবর্তন আনবে। আর এই পরিবর্তন হবে অনেক দ্রুততর। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে হয়ত কিছুটা একমত হতে পারেন; কিন্তু এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে এখনই সুনির্দিষ্ট বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণে তাঁদের রাজী হওয়া উচিত।

বিনামূল্যে কমপিউটার দেয়াটাই শেষ কথা নয় বা সমস্যার সমাধান নয়। দেশে কমপিউটারাইজেশনের জন্য প্রথমত দরকার কমপিউটার সাক্ষরতা বাড়ানো। দ্বিতীয়তঃ সঠিক পাঠ্যসূচীর। যার কোনটাই এদেশে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে নেই। একজন মন্ত্রী ২ বছর আগে ঘোষণা করেন যে, স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার দেয়া হবে। কিন্তু সেজন্য বিসিসি বা ক্যারিক্যুলামবোর্ড কতটুকু করেছে আমরা জানি না। লিজিং ব্যবস্থার অধীনে কমপিউটার দেয়ার কথায় BEXIMCO রাজী। এই ব্যবস্থায় বেক্সিমকোই প্রথম

কমপিউটার দিয়েছে। কিন্তু এর প্রথম শর্ত হচ্ছে কমপিউটার সাক্ষরতাসম্পন্ন শিক্ষিত জন গোষ্টি তৈরী করতে হবে। তা না হলে মুল লক্ষ্যই অর্জিত হবে না।

শাহদুল হক
মারকেটিং অপারেশন ম্যানেজার
বেক্সিমকো কমপিউটারস্ লিঃ
ঢাকা।

BCC মূলতঃ যা করছে তা যথেষ্ট নয়। তারা নীতিমালা যা দিচ্ছে তা বারবার পরিবর্তন করছে, যার ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা সংকুচিত হচ্ছে। অপারেটিং সিষ্টেম DOS এর বদলে UNIX চালাবার লোক এদেশে নেই। সব জায়গায় প্রয়োজন এক রকম নয়। যেমন সেনাবাহিনী, ব্যাংক, পাটকল এদের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধানমূলক নীতিমালা দরকার। বিসিসির গাইডলাইনগুলো অসম্পূর্ন। আমরা বিসিসি বা সরকারের কমপিউটার বিষয়ে কোন নীতিমালা না রাখার পক্ষে। খোলা বাজারের পক্ষে, যাতে নিজে বুঝে-শুনে কমপিউটার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারা যায়।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ২৪ ঘন্টা খোলা, আমাদের সেবা চাহিলেই আমরা দিচ্ছি। কারণ বিক্রয়ের পরে সেবা না থাকলে গ্রাহকরা আমাদের কমপিউটার কেন নেবে ? আমাদের ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টার বিক্রায়োত্তর সেবার ব্যবস্থা আছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে আমরা বিক্রোয়োত্তর সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

দেশে ব্যবসার সুযোগ থাকলে বা বহির্বিশ্বে প্রতিযোগীতায় পারলে আমরা সংযোজন করবো। যাতে বাজারে কম দামে দিতে পারি। এখনও সেইসব সুযোগসৃষ্টি হয়নি। এখানে বাজার খুব ছোট।

আমাদের সুপারিশ হচ্ছে প্রথমত কমপিউটার শিক্ষায় শিক্ষিতের হার তৈরী করা, এবং পাঠ্যসূচী তৈরী করা। বিসিসি বা সরকার শুধু ঘোষণাই দিয়ে শেষ। বেসরকারী পর্যায়ে যদি শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরী না হয় তবে দেশে কমপিউটায়ন সম্ভব নয়।

কমপিউটারায়ন এবং কমপিউটার শিক্ষা প্রসারের জন্য কমপিউটার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এগিয়ে আসা উচিৎ। বিসিসি যদি প্রতিটি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ছক বেঁধে দেন অর্থাৎ এমন কিছু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে করতে হবে যা তারা করতে বাধ্য, তাহলে এ বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

ঋণ সুবিধা দিয়ে কমপিউটার সরবরাহের কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই।

বিসিসি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা আমরা সমর্থন করি না। কারণ এতে বিশেষ কিছু প্রতিষ্ঠান সুযোগ ভোগ করে। বিসিসি যদি কমপিউটারের গুণগত একটা নির্দিষ্ট মান ধরে দেন তাহলে প্রতিটি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের মানের ব্যাপারে সজাগ থাকবে। এতে কমপিউটারেরর দামের তেমন পার্থক্য হবে না। ইদানিং দেখা যাচ্ছে একই configuration এর কমপিউটারের মধ্যে মূল্যের বেশ পার্থক্য হচ্ছে। এতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন বিভিন্ন কমপিউটার কোম্পানীর মূল্য দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ছে। সেজন্য আমার মতে, বিসিসি কমপিউটারের গুণগত মানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিলে ক্রেতাদের সুবিধা হবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠান বিক্রয়োওর সেবার বিষয়টি সম্পর্কে খুবই সচেতন। তবে ছুটির দিনগুলোতে বিক্রয়োওর গ্রাহক সেবার ব্যাপারটি আমাদের দেশে চালু করা সহজ নয়। এজন্য কমপিউটার কোম্পানীগুলো একত্রিত হয়ে যদি কোন পরিকল্পনা করেন তা হলে সেটা সম্ভব হতে পারে।

দেশে কমপিউটার সংযোজন করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। তবে কবে থেকে শুরু করবো তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ এটা বেশ বড় ধরনের পরিকল্পনা শুধু সংযোজন করলেই চলবে না। বাজারজাত ও গুনগত মানের বিষয়টিও এক্ষেত্রে অভ্যন্ত সূক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে।

মকবুল হোসেন
মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ
কমপিউটারল্যান্ড লিঃ
ঢাকা।

কমপিউটার শিক্ষার সরকারী কাগজ-কলমের পরিকল্পনাকে বাস্তবমুখী করতে হলে ব্যাপক উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন তথ্য প্রযুক্তির জন্য ঋণ প্রদান করে দেশীয় ভাবে সহজ মূল্যে কমপিউটার তৈরী করলে তা কমপিউটার শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে।

কমপিউটারায়ন কমপিউটার শিক্ষার প্রসারতা দিন দিন বেড়েই চলবে। কারণ মানুষ এখন সহজে এবং দ্রুত নিজের কাজগুলোকে গুছিয়ে নিতে চায়। সে দিক দিয়ে বিচার করলে কমপিউটার ব্যবসা ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে।

কমপিউটার সম্পর্কে শুধু তথ্য এবং ধারণা নয়, এর সুফল, কুফল এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে সরকারী উদ্যোগে প্রচার করতে পারলে আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা জন্ম নেবে। ব্যাপক ভিত্তিক কমপিউটারায়ন এবং কমপিউটার শিক্ষার প্রসার করতে চাইলে স্বল্প মূল্যে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে কমপিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন করতে হবে।

বিনামূল্যে বিতরণ বিদেশে বেশী হয় কারণ বিদেশে কম্পিউটার এর বাজার অনেক ব্যাপক। বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়েই কম্পিউটারের সাথে পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি হয় অথচ এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এ সুযোগ খুব কম। অন্ততঃ হাইস্কুল পর্যায়ে কমপিউটার বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

শাকিল মনজুর
ম্যানেজার অপারেশন
দি কমপিউটার সেন্টার
ঢাকা।

এখানে আমরা মূলতঃ বিক্রির দায়িত্বে নিয়োজিত, আমরা কম্পিউটার উৎপাদনকারী নই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ আগে কম্পিউটার এর আলাদা বিভাগ খোলার কথা ছিল অথচ এখন পর্যন্ত তা হয়নি। সামগ্রিকভাবে আমার মনে হয়, দেশে কারিকুলাম বোর্ড যদি কম্পিউটারকে প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা হাইস্কুল পর্যায়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনগনের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা যায় শুধু তখনই বিনামূল্যে কম্পিউটার সরবরাহ করার কথা বিবেচনা করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিসিসি এ ব্যাপারে প্রদক্ষেপ নিলে সহযোগিতা করার জন্য আমরা এক পায়ে দাঁড়ানো।

ঋণ সুবিধা দিয়ে কমপিটার বিক্রি ব্যবসায়িক দৃষ্টি কোণ থেকে ভালো। এ ব্যবস্থায় আমাদের বিক্রি বাড়বে। কিন্তু সমস্যা হ'লো কিস্তির টাকা পাওয়ার ব্যাপারে। তবে কোন সরকারী অর্থপ্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক যদি গ্রান্টার হয় তবে এ ভাবে কম্পিউটার দেয়া সম্ভব বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।

BCC যখন প্রথম কাজ শুরু করলো তখন তারা DOS কে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছে কিন্তু এখন শোনা যায় তারা ইউনিক্সকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

BCC কম্পিউটার বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা প্লাটফর্মে আনতে পারে। এখন পর্যন্ত বিসিসির দেশব্যাপী এমন কোন পারফরমেন্স দেখিনি যাতে বলা যায় বিসিসি খুব ভাল অবদান রয়েছে। বা যাতে আমরা বলতে পারি যে বিসিসিতে যোগ্য লোক আছেন। আমাদের গ্রাহক সেবার মান বাংলাদেশ মানের। তবে এখন যে মান আছে আমরা চেষ্টা করছি এই মানকে উন্নত করার। আমাদের দেশে ২৪ ঘন্টা সার্ভিস দেয় এমন প্রতিষ্ঠান আমার জানা মতে নেই। অনেক সময় ক্রেতারা কেনার

আগে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সামঞ্জস্য রক্ষা করে কম্পিউটার কেনেন না। কিন্তু বিদেশে আছে কোন প্রতিষ্ঠানের সঠিক চাহিদা মূল্যায়ন করে তারা কম্পিউটারের ব্রাণ্ড, মডেল এমনকি বিক্রয়কারী ও চিহ্নিত করে দেয়, এ জন্য অবশ্য তারা সামান্য কিছু চার্জ নিয়ে থাকে। বর্তমানে আমরা বিনামূল্যে ঐ সার্ভিস দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় feasibility test করার পর ক্রেতা অন্য জায়গা থেকেই কেনেন।

দেশে সংযোজনের ব্যাপারে আচরেই আমাদের কোন পরিকল্পনা নেই। কারণ এখনই হংকং থেকে যন্ত্রাংশ এনে সংযোজন আমাদের জন্য সম্ভব না। তবে শোনা যায় অনেকেই এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছে।

আমাদের দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়ন করতে হলে অনেক কিছু করা দরকার। কমপিউটার শিক্ষিত লোক বাড়াতে হবে। এখানে যে সমস্ত প্রশিক্ষন কেন্দ্র আছে তারা যা শেখায় তা সম্পূর্ণ না। অন্যভাবে বলা যায়, দেশে কম্পিউটার শেখানোর পূর্ণাঙ্গ কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

শিক্ষা ব্যবস্থা কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করা শুধু পরিকল্পনায় থাকলে হবে না এর বাস্তবায়ন দরকার।

এটা আশার কথা আমাদের দেশে বেশ কিছু তরুণ বেশ ভাল প্রোগ্রামিং করছে, আমার মনে হয় তাদের উৎসাহ দিতে পারলে বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানীও করা সম্ভব।

বিসিসি কম্পিউটার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি এবং সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ত্বরান্বিত করার ভূমিকা রাখা উচিৎ।

দেশে ব্যাপকভিত্তিক কমপিউটারায়নে সরকারী সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়ন ভালো সুফল বয়ে আনতে পারে। যেমন হাইস্কুল পর্যায় কমপিউটার অন্তর্ভুক্ত করলে সাথে সাথে এর শিক্ষক প্রয়োজন হবে, তখন আমরা চেষ্টা করবো এই কমপিউটারকে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রারিত করার। বর্তমান অবস্থায় যা সম্ভব নয়। সরকার বা বিসিসি জনমত সৃষ্টি করতে পারে। "কমপিউটার জগৎ" জনমত বা আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

কমপিউটার জগতে শিগ্গির যা আসছে

ঘরে ঘরে কমপিউটার

*** অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহীম ***

আশির দশকের গোড়ার দিকে পার্সোনাল কমপিউটার প্রযুক্তির দুই দিকপাল দুটি আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁদের একজন ষ্টিভ জবস বলেছিলেন তাঁর লক্ষ্য হলো কমপিউটারের ব্যবহার এতখানি সোজা করে ফেলা যাতে করে একে সাধারণ আসবাব উপকরণের অতিরিক্ত কিছু মনে হবে না। অন্য জন বিল গেইটসের লক্ষ্য ছিল প্রতি ঘরে, প্রতি অফিসে কমপিউটার নিয়ে আসা।

তখন তাঁদের মত সবাই খুব আশাবাদী ছিল। মনে করা হচ্ছিল যে ১৯৮৭ সাল নাগাদ ঘরে ঘরে কমপিউটারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। না ঠিক সেটি হয়নি। আজ ১৯৯১ সালে এসেও মনে হচ্ছে তার জন্য আরো পাঁচ সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে এ পর্যায়ে দেখা যেতে পারে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন কোন পথে আসবে। কমপিউটারের উন্নয়নের কাজ চলছে সব দিক থেকে। এক দিকে খুব উচ্চাকাঙ্খী কমপিউটার বিজ্ঞানীরা বুদ্ধিমান কমপিউটার সৃষ্টির লক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, যা সফল হলে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে টেক্কা দেবে। কমপিউটার কাজ দ্রুত করে, অনেক সংখ্যার করে, অবিশ্বাস্য রকমের চটপটে সে, তবে বুদ্ধিমত্তাটি তাকে মানুষের কাছ থেকে ধার করতে হয়। বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে জাপানী বিজ্ঞানীরা এই সীমাবদ্ধতাটি দূর করতে চাচ্ছেন পরবর্তী প্রজন্মের কমপিউটারের জন্য।

অন্য দিকে কমপিউটারকে সস্তা করার প্রচেষ্টাটি নিত্য অব্যাহত রয়েছে। দিন দিন সস্তা হয়ে পড়ছে এর কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক অংশটি। যা মাইক্রোপ্রসেসর নামে পরিচিত। অবশ্য আনুষাঙ্গিক অন্যান্য অংশগুলো সেই হারে সস্তা করে তোলা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। তবুও কমপিউটার সস্তা হচ্ছে ক্রমাগত। আগের চেয়ে কম খরচে আগের চেয়ে অনেক বেশী কাজের ক্ষমতা এটিই কমপিউটার জগতে উন্নয়নের রীতি। দাম কমানোর ব্যাপারটি অবশ্যই ঘরে ঘরে কমপিউটার নেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কমপিউটার জগতে অন্য প্রচেষ্টাটি চলছে ষ্টিভ জবের ঘোষিত আকাঙ্খারই অনুসরণে—এর ব্যবহারকে সর্বসাধারণের জন্য সোজা করে তোলা। সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার উভয় ক্ষেত্রে কম্পিউটারের আচরণ ক্রমেই বেশী করে সহজ ও সরল হচ্ছে। সাধারণ কথোপকথন বা খেলাধুলার ভঙ্গীতেই আজ একজন শিশুর পক্ষেও কমপিউটারের কার্যকর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হচ্ছে।

তবে ঘরে ঘরে কমপিউটার আনার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে এর কতগুলো প্রযুক্তি উন্নয়ন বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক হবে। মনে হচ্ছে কমপিউটারে প্রযুক্তির চারটি দিক শেষ পর্যন্ত এতে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রথম দিকটি হলো মালটি মিডিয়া –যার মধ্যে ভিডিও ধ্বনি, পাঠ্যবস্তু, গ্রাফিক্স এবং এনিমেশনের সমন্বয় ঘটানো হবে। এ সমন্বয় হবে পারস্পরিক মিশ্রপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে। এটি কমপিউটারকে বর্তমানের তথ্য হাতিয়ার থেকে ভবিষ্যতের যোগাযোগ হাতিয়ার পরিণত করবে। আর করবে বলেই কমপিউটারকে মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। নিজ বাড়ীর একান্তে মানুষ তথ্যের জন্য ব্যাকুল না হলেও যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য যে ব্যাকুল তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষকে কমপিউটারে আগ্রহী করতে হলে তার যে বিশেষজ্ঞের যন্ত্র এই ভঙ্গীটি বাদ দিতে হবে। যেই অর্থে একজন মানুষ বাড়ীতে অবসরে একটি বইয়ের, ভিডিওর কিংবা অন্য কিছু একান্ত সখের সান্নিধ্য কামনা করেন, কমপিউটারকে সেই অর্থেই আপন হতে হবে। মালটি মিডিয়া সেটি হবারই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। মানুষ বই পড়ে আনন্দ পায়, জ্ঞান

বিসিসির প্রতিবাদ লিপি

১। মাসিক 'কমপিউটার জগৎ' পত্রিকার মে, ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত ভূঁইয়া ইনাম লেনিন এবং নাজীম উদ্দিন মোস্তানের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদনে জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' এর প্রতি বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)–র দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্রিকাটি তাঁর প্রথম সংখ্যায় জনসাধারণের মধ্যে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার যে প্রয়াস পেয়েছে তা লক্ষ্য করে বিসিসি আনন্দিত। এ জন্য 'কমপিউটার জগৎ'কে বিসিসি অভিনন্দন জানাচ্ছে। তবে পূর্বোল্লিখিত প্রতিবেদনে বিসিসি সম্বন্ধে এমন কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছে যা প্রকৃত অবস্থার বিশুদ্ধ প্রতিফলন নয়। এর ফলে বিসিসি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন করা প্রয়োজন বলে বিসিসি মনে করে। বর্তমান প্রতিবাদলিপিতে প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিসিসি এর বক্তব্য/ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

২। দেশের কমপিউটার তথা তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিসিসি যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তা এই প্রতিষ্ঠানটির উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনসূত্রে এবং জনস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী বিসিসি–র উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার মধ্যে আছে :-

(ক) দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ দান করা ; (খ) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কমপিউটার ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং কমপিউটার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা ; (গ) কমপিউটার সংক্রান্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক তা বিশ্ববাজারে রপ্তানীর জন্য উৎসাহ দান করা ; (ঘ) কমপিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ; (ঙ) কমপিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে পরামর্শ দেয়া ; (চ) কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মান ও স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করা ; ইত্যাদি।

জাতীয় স্বার্থে এ সকল দায়িত্ব বা সরকার কর্তৃক ন্যস্ত অন্য কোন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিসিসি সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক দেশী বা বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে তাদের সহায়তা